R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—1

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

এ্যাডভোকেটদের টানা আদালত বয়কটের ফলে জনগণের দুর্গতি বেড়ে চলেছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে মুন্সেফ চঞ্চলকুমার পাণ্ডার এজলাস বয়কট করছেন এ্যাডভোকেটরা গত ২৭ জুলাই থেকে। প্রায় পাঁচমাস এই অবস্থা চললেও হাইকোর্ট থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এ্যাডভোকেটদের সূত্রে খবর। জেলা জজ নিজে কয়েকদফা এখানে আসেন ও উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও কোন ফয়শালা না হওয়ায় আইনজীবীরা প্রতিবাদে গত ৯ অক্টোবর একদিনের জন্য ১ম মুন্সেফ কোর্টের সঙ্গে অন্যান্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্টে কর্মবিরতি পালন করেন। কিন্তু তা সত্বেও এই অচলাবস্থা নিরসনের কোন সূত্র এখনও মেলেনি। ফলে বয়কট চলছেই। এবার জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েশন জেলা বার এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একযোগে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিমতিতা ও বাজিতপুর বি, এস, এফ ক্যাম্পের অত্যাচারে ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ

অরঙ্গাবাদ : জঙ্গিপুর মহকুমার অরঙ্গাবাদ ব্যবসা কেন্দ্রটি নিমতিতা ও বাজিতপুর বি, এস, এফ ক্যাম্পের অধীন এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে শুধু বিড়ি নয় বিভিন্ন ব্যবসায়ের রমরমা বাজার। কিন্তু সে বাজারের ব্যবসায়ীরা বি, এস, এফ জোয়ানদের অত্যাচারে নাজেহাল হচ্ছেন বলে ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা যায়। প্রায়ই জোয়ানরা জবরদস্তি ব্যবসাদারদের বৈধ ক্রীত ও বিক্রীত মালবোঝাই যান আটক করে ক্যাম্পে আটকে রাখছেন। বৈধ কাগজপত্র থাকলেও যেনতেন সেই মালগুলি অবৈধ পাচার হচ্ছে বলে বিভিন্ন মামলা রুজু করে ব্যবসায়ীদের হয়রাণ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এতদঞ্চলের ব্যবসাপত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে বলে খবর। এই পরিপ্রেক্ষিতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারী যানবাহন চলাচলে এ্যাফ্লেক্স বাঁধ বিপদাপন্ন

জঙ্গিপুর : এই পুরশহরের জঙ্গিপুর পারের শহর সংলগ্ন এ্যাফ্লেক্স বাঁধের রাস্তাতে ভারী যানবাহন চলাচল আইনতঃ নিষিদ্ধ হলেও তা ঠিকমত মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বাঁধটি নির্মিত হয় গঙ্গা ও পদ্মাকে পৃথক করে রাখার প্রয়োজনে। এই বাঁধের উপর রাস্তাটি হালকা যান, রিক্সা, ট্যাক্সি ও মানুষ চলাচলের জন্য। এই সব দেখাশোনার জন্য জঙ্গিপুর ব্যারেজ চত্বরে আছে সি, আই, এস, এফের ক্যাম্প। অধিবাসীদের অভিযোগ সি, আই, এস এফের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে নাকি ঐ রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ভারী মালবোঝাই ট্রাক চালাচ্ছে। অপরদিকে আশপাশের গ্রামবাসীদের ধানবোঝাই গাড়ীকে ধরে জনসাধারণকে হয়রান করছে সি, আই, এস, এফ। এ নিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজের ভিজিলেন্স বিভাগের নিকট অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। প্রশাসন একেবারে চুপচাপ। শোনা যাচ্ছে ভাড়ী গাড়ী পিছু ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বেআইনী তোলা আদায় করা হচ্ছে।

হাসপাতালের ওষুধ বাইরের দোকানে দু'জন গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা : ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টি, টি, এস হাসপাতালের ওষুধ বাইরের দোকানে পাওয়ার অভিযোগে আশা মেডিক্যালের মালিক নিরঞ্জন মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এনটিপিসির জনৈক কেবল অপারেটর রাজু সিংকেও গ্রেপ্তার করা হয় বলে খবর। জানা যায় গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যেয় এনটিপিসির এক কর্মীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন। ডিউটিতে থাকা ডাঃ পাল একটি ওষুধ লিখে তখনই ষ্টোর থেকে আনতে বলেন। ষ্টোরে ওষুধটি না পেয়ে উক্ত কর্মী হাসপাতালের পাশের ঐ দোকান থেকে ওষুধটি কিনে ডাঃ পালের কাছে আনলে তাঁর সন্দেহ জাগে। তিনি ভাল করে দেখে বুঝতে পারেন ঐ ওষুধটি হাসপাতাল ষ্টোরেরই ওষুধ। ডাঃ পাল ওষুধের মেমো ও স্যাম্পল নিয়ে থানায় এফ আই আর (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কো-অর্ডিনেশন কর্মী হওয়ায় স্কুল পরিদর্শকের সাতখুন মাফ

ধুলিয়ান : স্থানীয় সার্কেলের এস-আই অব স্কুল বিশ্বনাথ মণ্ডল কো-অর্ডিনেশনের একজন কর্মী হওয়ায় তিনি অফিসে সপ্তাহে মাত্র দুদিন মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত থেকে বহরমপুর চলে যান। তিনি পাকাপাকিভাবে বহরমপুরেই বাস করেন বলে খবর। সার্কেলের স্কুলগুলি পরিদর্শন হয় না বললেই চলে। ছাত্রদের মূল্যায়নের খাতা-গুলো বহুকাল দেখভাল না হয়ে স্তূপাকার হয়ে স্কুলেই পড়ে রয়েছে। গঙ্গার ওপারে পাঁচলালপুর, পারদেওয়ালাপুর, শোভাপুর প্রভৃতি স্কুলগুলো প্রায় আট (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। জ্ঞানদান ।।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। 'দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের স্থায়িত্ব'—ইহাই ছিল উক্ত আলোচনার শিরোণাম। এই আলোচনা অনুষ্ঠানে পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত টমাস সাইমন অন্যতম বক্তা ছিলেন। তাঁহার মতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সমস্ত বিরোধ রহিয়াছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ভারতেরই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। মিঃ সাইমন যে কথা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা মনে ধারণা জন্মান অসম্ভব নয় যে, পাক-ভারত বিরোধে ভারত একগুঁয়েমি ধরিয়া আছে। পাকিস্তান বিরোধের মীমাংসার জন্য সদা উন্মুখ; কিন্তু ভারতই ইহাতে অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করিতেছে না। পাকিস্তান ও ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া চলিলে তাহাতে ভারতই লাভবান হইবে এবং বেশ কিছু সুবিধালাভ করিবে বলিয়া পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন যাহাতে হয়, তাহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবমত চেষ্টা করিবে—এই মতও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

যে কোনও দেশের রাষ্ট্রদূত যখনই যাহা বলেন, তাহা সেই দেশের সরকারেরই বক্তব্য বলিয়া ধরা যায়। সুতরাং পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত টমাস সাইমন উক্ত আলোচনা-চক্রে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বক্তব্য বলিয়া ধরা যায়। অতএব পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতির জন্য ভারতকেই উদ্যোগী হইবার যে কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া চলিতে চাহিতেছে না। আর উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করিয়াছে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি করিবার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সকলেই মনে করেন। পাকিস্তানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষ স্নেহ রহিয়াছে। দফায় দফায় পাকিস্তানকে বিপুল অস্ত্রসম্ভার প্রদান তাহারই পরিচয় বহন করে। আর ইহার দ্বারা ভারতের ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই সে দেশ জিয়াইয়া রাখিতেও চায়। ভারত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যেখানে পারমাণবিক কর্মসূচী গ্রহণ করিবার কাজে অগ্রসর হইতেছে, পাকিস্তান সেখানে তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করিবার জন্য পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাইতে তৎপর। মার্কিনী মধ্যস্থতা ভারত মানিয়া লইতে পারে না। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

ভারত যে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন নহে, আন্তর্জাতিক দরবারে তাহা প্রতিপন্ন করিবার একটা স্পষ্ট মার্কিন চক্রান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজেই পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত আলোচনাচক্রে যে কথা বলিয়াছেন, সে সম্পর্কে ভারতের যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা দরকার। সুতরাং ভারতের বৈদেশিক দপ্তরকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে এবং এই জ্ঞানদানের সমুচিত জবাব দিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ে

সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শব্দ দূষণ ও জলদূষণ প্রতিরোধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জঙ্গিপুর পৌরসভা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিশেষ জোর দিচ্ছে না। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় জল ও কচুরি-পানা জমে থাকছে। ১৪নং ওয়ার্ডে ফাঁসিতলায় ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে যে খালটি আছে সেটি দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে নিষ্কাশন করা হয়নি। ফলে পচা বদ্ধ জলে ময়লা ও কচুরিপানা জমে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মশককুলের জন্ম ও বংশবৃদ্ধির ক্ষতিকারক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলে দিনে রাতে মশার উপদ্রবে পুরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে কোনও দিন ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর আক্রমণে জনজীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘকাল শহরে ডি ডি টি বা মশাবিনষ্টকারী কোনও স্প্রে করা হচ্ছে না। মাননীয় পৌরপিতা কি পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না?

কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ

'খুব বেশী বাড়াবাড়ি করলে খুন করব' —ইসলামপুর থানার ও সি এবং এ এস আই এর হুমকি সাংবাদিককে

সংবাদদাতা বহরমপুর : গত ১১ নভেম্বর সকাল ন'টার সময় সাপ্তাহিক 'ঝড়' সংবাদ-পত্রের সাংবাদিক পপ্পান হামিদের ঘরের ভেজানো দরজায় জোর ধাক্কা দিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় ইসলামপুর থানার এ এস আই অরূপ চ্যাটার্জী এ কথা বলে হুমকি দেন। ওদিন ঐ ঘরে ঢুকে প্রথমেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন। ঐ সাংবাদিক কোন উত্তর না দেওয়ায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ অফিসার যাবার সময় ঐ প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তখন সঙ্গে ছিল ঐ এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী কুড়ানি ও ইদ্রিশ নামে দুই ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়েছিলেন ও সি প্রণব মৈত্র। একজন সাংবাদিকের উপর ইসলামপুর থানার কর্তা ব্যক্তিদের এ হেন আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, বিভিন্ন থানায় কালীপূজা না করার সরকারী নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে খোঁজ খবর করতে গিয়ে 'ঝড়' সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে ইসলামপুর থানার কালীপূজার বিষয়ে গত ১০ নভেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ এস পি মৃত্যুঞ্জয়কুমার সিংহকে ফোন ক'রে খোঁজ খবর করার পরই তৎপর হয় ইসলামপুর থানা। বেলা একটা নাগাদ ঐ থানার ও সি প্রণব মৈত্র থানার কাছেই 'চাষীঘর' নামে একটি দোকানের মালিক স্বপনের কাছে পপ্পান হামিদ নামে ঐ সাংবাদিকের খোঁজ করেন। না পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। বিকেলে এ এস আই অরূপ ব্যানার্জী রেনবো টেলার্সের সেনটু, বেবী স্টোরের বাইজিদ প্রমুখের দোকানে পপ্পানের খোঁজ করে ও অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে ও পপ্পানের সঙ্গ দেয় বলে তাদেরও শাসায় পুলিশ। ওদিন পপ্পানকে না পেয়েই পরদিন সকাল ন'টায় অরূপ চ্যাটার্জী সমাজবিরোধী দলবলসহ পপ্পানের বাড়ীতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে। উল্লেখ্য পপ্পান যে সব জায়গায় বা দোকানে বসে পুলিশ সর্বত্র ধাওয়া করেছিল। সমগ্র ঘটনা শতাধিক লোকের সামনেই ঘটে। পুলিশের এহেন ঘটনায় বিস্মিত এলাকার মানুষ।

ঘরসহ জায়গা বিক্রয়

ফুলতলায় প্রধান রাস্তার ধারে ৩ শতক জায়গার উপর ব্যবসার উপযোগী একখানি ঘর ফাঁকা অবস্থায় বিক্রি হইবে।

যোগাযোগ—
শ্রীরমাপতি মণ্ডল
সুভাষপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ

আজাদ হিন্দ ক্লাব থেকে সেবাশিবির ক্লাব—এক উত্তরণ

প্রতিদিন পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে সবকিছুর। আজকে যা দেখছি কাল তার অন্য রূপ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব সেবাশিবিরের যা রূপ দেখেছি আজ তা নাই। অতীতে কলহাস্য মুখর কিশোর-কিশোরীদের খেলাধূলায় সেবাশিবির মাঠ হয়ে থাকত জমজমাট। তখন ছিল সেবাশিবিরের পূর্ণ যৌবন। এখন সেবাশিবির হয়েছে বৃদ্ধ।

সেবাশিবিরের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গত সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম। আজাদ হিন্দ ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। সেবাশিবির ক্লাবের দুই বৎসর পূর্বের আজাদ হিন্দ ক্লাবের জন্ম হয়—স্বর্গত জ্ঞানবাবু প্রফেসারের পোড়ো বাড়ীর আঙ্গিনায়। আঙ্গিনা তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বাড়ীর চারধারে আতা, ভ্যারাণ্ডা, খোসকা ও লাটাইএর জঙ্গল। ভাঙ্গা বাড়ীর দেওয়াল ছিল নামগোত্রহীন লতাপাতায় ভরতি। তার উপর কাঁটা লতার রাজত্ব। ঘরের মধ্যে ছিল সাপের আনাগোনা। বাইরের আঙ্গিনায় ভাঙ্গা ইট রোরা ছাই ও জঙ্গলের পাহাড়। লোক চক্ষুর অন্তরালে জন্ম নিল আজাদ হিন্দ ক্লাব।

সাকেতদার নেতৃত্বে আমরা ২০/২৫ জন যুবক অল্পদিনের মধ্যেই জায়গা পরিস্কার করে ক্লাবের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম ২৫ জন যুবক মিলে ক্লাবের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে ক্লাবের সদস্য হয়েছিল আনুমানিক পঞ্চাশ জন। ক্লাবে শারীর চর্চা ছাড়াও লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, বক্সিং এবং আসন শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। দুলাল পাল চৌধুরীর ট্রেনিং এ অল্প দিনের মধ্যেই প্যারেড শিক্ষায় পটু হয়ে উঠল। সাকেতদা বাজনার ব্যবস্থা করলেন। বিগড্রাম, সাইডড্রাম ও বিউগিল। পূর্ণ উদ্যোমে বাজনার তালে তালে প্যারেড করে প্রতি শনিবার বিকেলে শহর পরিক্রমা করত সকলে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এসডিও কোর্ট ময়দানে আরমফোরসের সাথে ফুচকাওয়াজ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল সদস্যরা। এছাড়া প্রাদেশিক ও জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিও পেয়েছিল ক্লাব। তৎকালে আজাদ হিন্দ ক্লাবের সমতুল্য ক্লাব এ অঞ্চলে একটিও ছিল না। আজাদ হিন্দ ক্লাব ছিল একটি সুসংগঠিত ক্লাব।

সাকেতদা জীবনে বহুবার বহু জায়গায় ক্লাব করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ পুলিশের কৃপায় কোন ক্লাবই স্থিতিলাভ করেনি। একমাত্র আজাদ হিন্দ ক্লাবই জীবনের স্বপ্ন এবং মনের আশা পূর্ণ করতে পেরেছিল। আজাদ হিন্দ ক্লাব দুই বৎসর চলার পর সাকেতদা সেবাশিবির ময়দান খরিদ করে আজাদ হিন্দ ক্লাবকে নিজের টাকায় নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। এবং আজাদ হিন্দ নাম পরিবর্তন করে সেবাশিবির নাম রেখেছিলেন। বর্তমান সেবাশিবির ক্লাব আজাদ হিন্দ ক্লাবের রূপান্তর। আজাদ হিন্দ ক্লাবের জন্ম বর্ষ ধরলে সেবাশিবির ক্লাবের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হয়, না হলে সেবাশিবিরের বর্তমান বয়স আটচল্লিশ। মহকুমা তথা জেলার অন্যতম প্রাচীন এই ক্লাবে শারীর চর্চা প্রাধান্য পেলেও এখানে বিভিন্ন খেলাধূলার চর্চা হয়ে আসছে জন্মলগ্ন থেকেই। এই ক্লাবের বহু সভ্য জেলা, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যস্তরের বিভিন্ন খেলায় পারদর্শিতা দেখিয়েছে। ওয়েটলিফটিং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে অরুণ সরকার ও ধ্রুব রুদ্র, এ্যাথেলেটিক্সে করেছে প্রভাত ঘোষ ও বর্ণা সেনগুপ্ত।

সাকেতদা সত্যিকারের একজন ক্লাব প্রেমিক ছিলেন। ক্লাবের জন্য এত মূল্যবান সম্পত্তি দান করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সাকেতদা শুধু ক্লাব প্রেমিকই ছিলেন না, তিনি দেশপ্রেমিকও ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে উনি অনেকবার কারাবরণ করে ছিলেন। উনি ছিলেন সকলের আদর্শ। তাই ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সুভাষ সেনগুপ্ত
আজাদ হিন্দ ক্লাবের প্রাক্তন সদস্য

সরকারী অফিসারের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজের পাশে ইরিগেশন সেকশন অফিসের (টোল অফিস) অফিসার গোরাচাঁদ দত্ত স্থানীয় কিছু মানুষের উপদ্রবের অভিযোগ আনেন আমাদের পত্রিকা দপ্তরে। তিনি জানান, প্রায় তিন বৎসর সপরিবারে তাঁর অফিস সংলগ্ন কোয়ার্টারে বসবাস করছেন। তাঁর অফিস মাঠে বহুদিন থেকে স্থানীয় মহাবীর সংঘের সদস্যরা, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা খেলাধুলো বা আড্ডা মারে। তবে গত ২০ নভেম্বর যুব কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় একটি শারীর শিক্ষণ কেন্দ্রের কোচের সঙ্গে গোরাচাঁদবাবুর কথোপকথনের সময় মহাবীর সংঘের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা বাধে। এ ব্যাপারে ২১ নভেম্বর তিনি এক্সিকুটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে (ইরিগেশন) সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ জানান (পত্র নং ১৫৮৫)। তিনি আরও জানান জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ প্রশাসক ও মহকুমা শাসককে সমস্ত ঘটনা জানালেও এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির ও বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

বিবেকানন্দপল্লী (হাসপাতালের পশ্চিমে)
ডাক—সিউড়ী, জেলা বীরভূম

* ভারতীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত বেসরকারী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস।

* উন্নতমানের পাঠক্রম, বৎসরে পাঁচবার মূল্যায়ন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ইংরাজী বিষয়ে বিশেষ জোর, সংস্কৃত, হিন্দী, আচরণ ও অনুশাসন পাঠদানের বিশেষ অঙ্গ।

* শিক্ষাবর্ষ—প্রাথমিক বিভাগের জন্য জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য মে মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

* ভর্তির বয়স ৫ বৎসরের অধিক হওয়া চাই। ডিসেম্বর মাস থেকে ভর্তি শুরু। বাৎসরিক দেয় শুল্ক, নিয়মনীতির জন্য ২০ টাকা M. O. যোগে সম্পাদক/অধ্যক্ষকে পাঠালে প্রস্পেক্টাস ও ফর্ম পাওয়া যাবে।

প্রাইভেট বেসিক ট্রেনিং/কারিগরী শিক্ষা

১) কলিকাতায় ভারত সরকারের প্রতিবন্ধী ট্রেনিং সংস্থার জন্য শ্রীমা শিল্পনিকেতন ২০ জন কারিগরী ট্রেনিং ৪ মাসের বিনামূল্য (থাকা ও খাওয়াসহ) প্রতিবন্ধী ছাত্র চাইছেন।

২) ৭ই জানুয়ারী প্রাইভেট বেসিক ট্রেনিং দেওয়ার জন্য M. P. পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা সত্বর যোগাযোগ করুন। ফরম ১০ টাকা ও অন্যান্য ; জমার শেষ তাং ২০/১২/৯৬

যোগাযোগ ঠিকানা—
বিজয় মুখার্জী, দীনেশ পাল, আনন্দ দত্ত,
শ্রীমা শিল্পনিকেতন।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিদ্যুতের দাম বাড়ার প্রতিবাদে যুব কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা জেলা জুড়ে জেলা যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষিত বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন উপলক্ষে গত ১৫ নভেম্বর অন্যান্য ব্লকের সঙ্গে বহরমপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের সামনে যুব কংগ্রেস প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়িকা মায়ারাণী পাল, পৌর কমিশনার পীযুষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। তাঁরা গ্রাহকদের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করার ডাক দেন। বহরমপুর যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রমুখ শ্রীমতী ব্যানার্জীর আদর্শে জনস্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

কাঁচা সবজির মূল্যবৃদ্ধিতে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ নভেম্বর সকালে স্থানীয় সবজি বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে আলুসহ সমস্ত কাঁচা সবজির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য-বৃদ্ধিতে এক বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বীরেন মৈত্রর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। আনাজপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সপক্ষে মন্ত্রীদের বিগত বছরের আনাজপত্রের দামের তুলনামূলক বক্তব্যের অসারতার বিরুদ্ধে পুরসভায় ক্ষোভ দেখানো হয়।

নভেম্বর দিবস উদযাপন

ফরাক্কা : গত ১৭ নভেম্বর সিপিএমের ফরাক্কা এবং অর্জুনপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় রিক্রিয়েশন সেন্টারে নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদযাপিত হয়। দুশো কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতিতে মহান বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য্য বর্ণনা করেন প্রাক্তন বিধায়ক তোয়াব আলী, অশোক হালদার ও সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দে প্রমুখ।

অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ল্যাপারোস্কেমি ক্যাম্প

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : গত ২০ নভেম্বর এই ব্লকের অনুপপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ল্যাপারোস্কেমি লাইগেশন ক্যাম্প খোলা হয়। মোট ২৩ জন মহিলার গর্ভরোধ অপারেশন করা হয়। অপারেশন করেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাঞ্জিলাল। প্রত্যেক মহিলাকে ১৭৫ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁর বক্তব্যে বলেন যদি স্বাস্থ্যকর্মীরা আর একটু সচেতনভাবে প্রচার চালাতেন তবে এই সংখ্যা আরো বেশী হত।

স্কুল পরিদর্শকের সাতখুন মাফ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বছর যাবৎ পরিদর্শন হয়নি বলে জানা যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ খুঁটির জোরেই তিনি বেআইনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ১ ডিসেম্বর জেলা ব্যবসায়ী সমিতি জেলা শাসকের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে বি, এস, এফের উচ্চ পদস্থ অফিসার যোগ দেন। সেখানে আলোচনায় স্থির হয় জোয়ানরা কোন মালপত্র আটক করলে ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তবে ঐ সব মাল সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

জনগণের দুর্গতি বেড়ে চলেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলার সব আদালতে বয়কট, অবস্থান প্রভৃতি কর্মসূচী নিচ্ছেন বলেও জানা যায়। উল্লেখ্য জঙ্গিপুর বারের একদল প্রতিনিধি হাইকোর্টের জাজ-ইন-চার্জ সমীর মুখার্জী, জেনারেল জাজ শ্যামল সেন ও রেজিষ্ট্রার সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে এই অচলাবস্থা দূর করতে আলোচনা বৈঠকে বসলেও কোন মীমাংসা সূত্র মেলেনি। বয়কট চলতে থাকায় জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠেছে। বিচার বিভাগীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও একরূপ চুপচাপ রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

দু'জন গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

করলে, পুলিশ তদন্ত করে দোকান সীল করে ও মালিক নিরঞ্জন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। এনটিপিসির কর্মী রাজু সিং হাসপাতালের নার্স মিনতি মিত্র জড়িত বলে জানান। হাসপাতাল ষ্টোর ২৪ নভেম্বর সিল করে দেওয়া হলেও পরে তা খুলে দেওয়া হয় এবং নিরঞ্জন ও রাজুকেও ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এর আগেও হাসপাতালের ওষুধপত্র, বেডসিট ও হিটার পাচারের ব্যাপারে তদন্ত হলেও কাউকে ধরা হয়নি। এবারেও ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, এর আগেও দু'বার ওষুধ পাচার নিয়ে ভিজিলেন্স তদন্ত হলেও কারো কোন শাস্তি হয়নি।

বাড়ী তৈরী করার জন্য জমি বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে বর্গক্ষেত্রাকার চার কাঠা নয়টি সুসজ্জিত ফলন্ত নারকেল গাছসহ জমি বিক্রি। জায়গার তিন পাশে রাস্তা। দু'কাঠা হিসাবে দু'জন অথবা একজন সম্পূর্ণ জায়গা ক্রয় করতে পারেন। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শ্রীসুদর্শন হালদার, গোডাউন কলোনী
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।